سورة اللهب

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝۱ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝۲ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝۳ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝۴ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝۵

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, (২) কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। (৩) সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে (৪) এবং তার স্ত্রীও .... যে ইন্ধন বহন করে, (৫) তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সে নিজে বরবাদ হোক। তার ধন-সম্পদ ও উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। (ধনসম্পদ মানে আসল পুঁজি এবং উপার্জন মানে মুনাফা। উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুই তাকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচাতে পারবে না। এ হচ্ছে তার দুনিয়ার অবস্থা। আর পরকালে) সত্বরই (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই) সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও---যে ইন্ধন বহন করে আনে, [অর্থাৎ কণ্টকপূর্ণ ইন্ধন, যা সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পথে পুঁতে রাখত, যাতে তিনি কষ্ট পান। জাহান্নামে প্রবেশ করার পর] তার গলদেশে (জাহান্নামের শিকল ও বেড়ী হবে, যেন সেটা) হবে এক খর্জুরের রশি (শক্ত মজবুত হওয়ার ব্যাপারে তুলনা করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আবূ লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল ওয্যা। সে ছিল আবদুল মোত্তালিবের অন্যতম সন্তান। গৌড়বর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবূ লাহাব। কোরআন

পাক তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ, সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবূ লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কট্টর শত্রু ও ইসলামের ঘোরবিরোধী ছিল। সে নানাভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে যেয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত।---(ইবনে কাসীর)

শানে-নুযূল ঃ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কোরায়শ গোত্রের উদ্দেশে يا صباحاه বলে অথবা আবদে মানাফ ও আবদুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে ডাক দেওয়া তখন আরবে বিপদাশংকার লক্ষণ রূপে বিবেচিত হত)। ডাক শুনে কোরায়শ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যদি আমি বলি যে, একটি শত্রুদল ক্রমশই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিকাল যে কোন সময় তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি ? সবাই একবাক্যে বলে উঠল ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি (শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শুনে আবূ লাহাব বলল ঃ تبا لك - الهذا جمعتنا ---ধ্বংস হও তুমি, এজন্যই কি আমাদেরকে একত্র করেছ ? অতঃপর সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাথর মারতে উদ্যত হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।

تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ — يد শব্দের আসল অর্থ হাত। মানুষের সব কাজে হাতের প্রভাবই বেশী, তাই কোন ব্যক্তির সত্তাকে হাত বলেই ব্যক্ত করে দেওয়া হয়; যেমন কোরআনে بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আবূ লাহাব একদিন বলতে লাগল ঃ মুহাম্মদ বলে যে, মৃত্যুর পর অমুক অমুক কাজ হবে। এরপর সে তার হাতের দিকে ইশারা করে বলল ঃ এই হাতে সেগুলোর মধ্য থেকে একটিও আসেনি। অতঃপর সে তার হাতকে লক্ষ্য করে বলল ঃ تبا لكما مارى فيكما شيئا مما قال محمد — অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও; মুহাম্মদ যেসব বিষয় সংঘটিত হওয়ার কথা বলে আমি সেগুলোর মধ্যে একটিও তোমাদের মধ্যে দেখি না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক বলেছে।

تباب-এর অর্থ ধ্বংস ও বরবাদ হওয়া। আয়াতে বদ-দোয়ার অর্থে تبت বলা হয়েছে। অর্থাৎ আবূ লাহাব ধ্বংস হোক। দ্বিতীয় বাক্যে وتب-এ বদ-দোয়া

কবূল হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে যে, আবূ লাহাব ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলমানদের ক্রোধ দমনের উদ্দেশ্যে বদ-দোয়ার বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আবূ লাহাব যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে تبا বলেছিল, তখন মুসলমানদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তারা তাদের জন্য বদ-দোয়া করবে। আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের মনের কথা নিজেই বলে দিলেন। সাথে সাথে এ খবরও দিয়ে দিলেন যে, এ বদ-দোয়ার ফলে সে ধ্বংসও হয়ে গেছে। আবূ লাহাবের ধ্বংসপ্রাপ্তির এই পূর্ব সংবাদের প্রভাবে বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে বিজন জায়গায় ছেড়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এই অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিন দিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি। পচতে শুরু করলে চাকর-বাকরদের দ্বারা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।---(বয়ানুল কোরআন)

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ---তফসীরের সার-সংক্ষেপে ما كسب -এর অর্থ করা হয়েছে ধনসম্পদ দ্বারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। কেননা সন্তান-সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ

ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه —অর্থাৎ মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল ও পবিত্র এবং তার সন্তান-সন্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে দাখিল। অর্থাৎ সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামান্তর।---(কুরতুবী) একারণে কয়েকজন তফসীরবিদ এস্থলে

مَا كَسَبَ -এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ লাহাবকে যেমন দিয়েছিলেন অগাধ ধনসম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। অকৃতজ্ঞতার কারণে এদু'টি বস্তুই তার গর্ব, অহমিকা ও শাস্তির কারণ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন স্বগোত্রকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেন তখন আবূ লাহাব একথাও বলেছিল, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা যদি সত্যই হয়ে যায়, তবে আমার কাছে ঢের অর্থবল ও লোকবল আছে। আমি এগুলোর বিনিময়ে আত্মরক্ষা করব। এর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আযাব যখন তাকে পাকড়াও করল, তখন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোন কাজে আসল না। অতঃপর পরকালের অবস্থা বর্ণিত হয়েছেঃ

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ---অর্থাৎ কিয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর কবরেই সে এক লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে মিল রেখে অগ্নির বিশেষণ ذات لهب বলার মধ্যে বিশেষ অলংকার রয়েছে।

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ---আবূ লাহাবের ন্যায় তার স্ত্রীও রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে সাহায্য করত। সে ছিল আবূ সুফিয়ানের ভগিনী ও হরব ইবনে উমাইয়ার কন্যা। তাকে উম্মে-জামীল বলা হত। আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই হতভাগীনিও তার স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে حمالة الحطب বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ শুষ্ককাঠ বহনকারিণী। আরবের বাক-পদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকে حمالة (খড়িবাহক) বলা হত। শুষ্ক কাঠ একত্র করে যেমন কেউ অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্ষে নিন্দাকার্যটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আবূ লাহাব পত্নী পরোক্ষে নিন্দাকার্যের সাথেও জড়িত ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে حمالة الحطب -এর এ তফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে ইবনে যায়েদ ও যাহহাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদ একে আক্ষরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এই নারী বন থেকে কণ্টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাঁর পথে বিছিয়ে রাখত। তার এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কোরআন حمالة الحطب বলে ব্যক্ত করেছে।---(কুরতুবী, ইবনে কাসীর) কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি জাহান্নামে হবে। সে জাহান্নামে যাক্কুম ইত্যাদি বৃক্ষ থেকে লাকড়ি এনে জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহায্য করে তার কুফর ও জুলুম বাড়িয়ে দিত।--(ইবনে কাসীর)

পরোক্ষে নিন্দাকার্য মহাপাপঃ রসূলে করীম (সা) বলেনঃ জান্নাতে পরোক্ষে নিন্দাকারী প্রবেশ করবে না। ফুযায়েল ইবনে আয়ায (র) বলেনঃ তিনটি কাজ মানুষের সমস্ত সৎকর্ম বরবাদ করে দেয়, রোযাদারের রোযা এবং অযূওয়ালার অযূ নষ্ট করে দেয়---গীবত, পরোক্ষে নিন্দা এবং মিথ্যা ভাষণ। আতা ইবনে সায়েব (র) বলেনঃ আমি হযরত শা'বী (র)-র কাছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই হাদীস বর্ণনা করলামঃ لا يدخل الجنة سافك دم ولا مشاء بنميمة ولا تاجر يربى---অর্থাৎ তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশে করবে না---অন্যায় হত্যাকারী, যে এখানের কথা সেখানে নিয়ে যায় এবং যে ব্যবসায়ী সূদের কারবার করে। অতঃপর আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে শা'বীকে জিজ্ঞেস করলামঃ হাদীসে কথা চালনাকারীকে হত্যাকারী ও সুদখোরের সমতুল্য কিরূপে করা হল? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, কথা চালনা করা এমন গুরুতর কাজ যে, এর কারণে অন্যায় হত্যা ও মাল ছিনতাইও হয়ে যায়।---(কুরতুবী)

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ---مسد -শব্দটি সীন-এর উপর সাকিনযোগে ধাতু।

অর্থ রশি পাকানো, রশি মজবুত করা এবং সীন-এর উপর যবরযোগে সর্বপ্রকার মজবুত রশিকে বলা হয়।---(কামূস) কেউ কেউ আরবের অভ্যাস অনুযায়ী এর অনুবাদ করেছেন খর্জুরের রশি। কিন্তু ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) অনুবাদ করেছেন লোহার তার পাকানো মোটা দড়ি। জাহান্নামে তার গলায় লোহার তার পাকানো বেড়ী পরানো হবে। হযরত মুজাহিদ (র)ও তাই তফসীর করেছেন।---(মাযহারী)

শা'বী, মুকালিত (র) প্রমুখ তফসীরবিদ একেও দুনিয়ার অবস্থা ধরে নিয়ে অর্থ করেছেন খর্জুরের রশি। তাঁরা বলেনঃ আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী ধনাঢ্য এবং গোত্রের সরদাররূপে গণ্য হত। কিন্তু তার স্ত্রী হীনমন্যতা ও কৃপণতার কারণে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বোঝা তৈরী করত এবং বোঝার রশি তার গলায় বেঁধে রাখত, যাতে বোঝা মাথা থেকে পড়ে না যায়। একদিন সে মাথায় বোঝা এবং গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এই তফসীর অনুযায়ী এটা হবে তার অশুভ পরিণতি ও নীচতার বর্ণনা।—(মাযহারী) কিন্তু আবূ লাহাবের পরিবারের পক্ষে বিশেষত তার স্ত্রীর পক্ষে এরূপ করা সুদূর পরাহত ছিল। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথম তফসীরই পছন্দ করেছেন।